www.xtrapapers.com

UNIVERSITY OF CAMBRIDGE INTERNATIONAL EXAMINATIONS
General Certificate of Education Ordinary Level

BENGALI **3204/02**

Paper 2 Language Usage and Comprehension **May/June 2011**

1 hour 30 minutes

Additional Materials: Answer Booklet/Paper

7739797142

READ THESE INSTRUCTIONS FIRST

If you have been given an Answer Booklet, follow the instructions on the front cover of the Booklet.
Write your Centre number, candidate number and name on all the work you hand in.
Write in dark blue or black pen.
Do not use staples, paper clips, highlighters, glue or correction fluid.

Answer **all** questions.

At the end of the examination, fasten all your work securely together.
The number of marks is given in brackets [ ] at the end of each question or part question.

This document consists of **9** printed pages and **3** blank pages.

DC (NH/CGW) 34903/2
© UCLES 2011
UNIVERSITY *of* CAMBRIDGE International Examinations

www.xtrapapers.com

Section A
বিভাগ ক

A1 Separation/Combination of Words [10]

সন্ধিবিচ্ছেদ / সন্ধি

নিচে দেওয়া শব্দগুলোর সন্ধিবিচ্ছেদ কর। তোমার উত্তর প্রদত্ত উত্তরপত্রে লেখ।

1 যথোচিত
2 প্রত্যুত্তর
3 দিগন্ত
4 বনস্পতি
5 নিরক্ষর

A2 Idioms, Proverbs and Words in Pairs [10]

বাগধারা, প্রবচন, জোড়া শব্দ

নিচের বাক্যগুলোতে একটি করে শূন্যস্থান দেওয়া আছে। শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে দেওয়া উপযুক্ত বাগধারা, প্রবচন/জোড়া শব্দটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

6 সংসারের ঘানি টানতে হলে তবেই তুমি বুঝতে পারবে ________ ।
7 প্রতিদিন প্রাতঃভ্রমণে বেরিয়ে বাজারটাও করাতে চৌধুরী সাহেবের ________ দুটোই হয়।
8 এতদিন তাহলে ________ হচ্ছিল বলে আমরা কেউ জানতেই পারলাম না যে তোমার বিয়ে!
9 ওদের হাতের কাজ এতই নিখুঁত যে ________ তফাৎটুকু চোখে না পড়ার মতোই।
10 সাতজন্মে কেউ শিক্ষার আলো না পেলেও ওদের ছোট ছেলেটা নামকরা ডাক্তার হয়ে নিজেকে ________ প্রমাণ করল।

(1) উনিশ-বিশ
(2) আক্কেল সেলামি
(3) কত ধানে কত চাল
(4) শিক্ষা-দীক্ষা
(5) ডুবে ডুবে জল খাওয়া
(6) গোবরে পদ্মফুল
(7) কলুর বলদ
(8) রথ দেখা ও কলা বেচা
(9) আদাজল খেয়ে লাগা
(10) কেঁচো খুঁড়তে গিয়ে সাপ

www.xtrapapers.com

A3 Sentence Transformation [10]

বাক্য রূপান্তর

নিচের প্রত্যেকটি অসম্পূর্ণ বাক্যকে উপযুক্ত শব্দের সাহায্যে পূরণ করে তোমার উত্তরপত্রে এমনভাবে লেখ যেন উপরের বাক্যটির অর্থ বদলে না যায়।

11 মাতৃভূমিকে সবাই ভালোবাসে।

________________________________ এমন কে আছে?

12 সূর্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে পাখিরা বাসা ছেড়ে যায়।

যখন ____ ।

13 বন্ধুকে বাঁচাতে গিয়ে তাকে মিথ্যে বলতেই হল।

বন্ধুকে ___________________________________ ছিল না।

14 বাবা বললেন, "আগামী কাল আমার ফিরতে দেরী হবে।"

বাবা ____ ।

15 তাঁর লেখা অতুলনীয়।

তাঁর লেখার ____ ।

www.xtrapapers.com

A4 Cloze Passage [20]
ক্লোজ পরিচ্ছেদ

এই অনুচ্ছেদটিতে শূন্যস্থানগুলো পূরণের জন্য নিচে কতগুলো শব্দ দেওয়া হয়েছে। প্রত্যেকটি শূন্যস্থান পূরণের জন্য এর মধ্য থেকে উপযুক্ত শব্দটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

নবাব সিরাজ-উদ-দৌলার নাম উঠলেই মনে পড়ে যায় মুর্শিদাবাদের কথা। এই মুর্শিদাবাদ অষ্টাদশ শতকে ভাগীরথীর দু'পার জুড়ে __16__ এক নগর। ১৭১৩ সালে মুর্শিদকুলি খাঁ নবাব হওয়ার পরে রাজধানী __17__ করেন ঢাকা থেকে মুকসুদাবাদে। তাঁরই নাম __18__ মুকসুদাবাদ হয়ে দাঁড়ায় মুর্শিদাবাদ। এখানকার প্রধান __19__ নিজামত কেল্লার মধ্যস্থ ইমামবাড়া ও হাজার দুয়ারী রাজপ্রাসাদ। ইতিহাসের __20__ ছাড়াও এগুলোর অভিনবত্ব আজও সবার মনকে __21__ দেয়। জলঙ্গী, ভাগীরথী এবং পদ্মা দিয়ে বেষ্টিত এখানকার বন্দর কাশিমবাজার সর্বদা গমগম করত __22__ ব্যাবসা বাণিজ্যের কারণে। আজ সেসব __23__ । কোনও এক সময়ে কাশিমবাজারের ঘরে ঘরে তৈরি হত মুর্শিদাবাদের __24__ সিল্ক। বিশ্ববাজারে এই রেশম শিল্পকে তুলে ধরার মূল __25__ ছিল কাশিমবাজারের। এখানকার সব স্থাপত্যে আজ অবধি বাঙলার গৌরবময় অতীতের ছোঁয়া রয়েছে।

(1) নাড়া	**(6)** অবদান	**(11)** পরিবেশন
(2) সংকীর্ণ	**(7)** দেশ	**(12)** রমরমা
(3) স্থানান্তর	**(8)** বিখ্যাত	**(13)** সমান
(4) বিস্তৃত	**(9)** তখন	**(14)** অতীত
(5) অনুসারে	**(10)** আকর্ষণ	**(15)** সাক্ষী

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

TURN OVER FOR SECTION B

www.xtrapapers.com

Section B
বিভাগ খ

অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পড়ে নিচে দেওয়া প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

পরিবেশ সংরক্ষণ

পরিবেশদূষণ রোধ, পরিবেশগত ভারসাম্য রক্ষা ও পরিবেবেশের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন হওয়ার ব্যাপারে পৃথিবীর অনেক দেশই ইতিমধ্যে বিভিন্ন রকমের কর্মসূচী গ্রহণ করেছে। এসব কর্মসূচীর মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে সমাজের সর্বস্তরের লোকের মধ্যে তাদের চারপাশের পরিবেশ সংরক্ষণ সম্পর্কে সচেতনতা সৃষ্টি করা। দ্বিতীয়ত, পরিবেশের সঙ্গে বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ করা এবং সর্বোপরি সমাজের সকলের জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশে সুখ-স্বাচ্ছন্দ্যের সঙ্গে বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করা। সম্প্রতি সুইডেনের রাজধানী স্টকহোমের শহরতলীতে অবস্থিত *হ্যামারবি* এলাকায় প্রাকৃতিক পরিবেশ সংরক্ষণের ব্যাপারে এক অভিনব পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছে। এই এলাকার কেন্দ্রস্থলেই সরকারী উদ্যোগে সৃষ্টি করা হয়েছে পুনঃআবর্তনের অত্যাধুনিক ব্যবস্থা। সর্বসাধারণ তাদের ঘর-গেরস্থালীর যাবতীয় বর্জ্য জিনিসপত্র অনায়াসে সেখানে ফেলতে পারে।

অনেকটা ওয়াশিং মেশিনের আদলে তৈরী অথচ খাড়া বৈদ্যুতিক নলগুলো অনেকটা খোলামেলা জায়গায় পরপর সাজানো আছে বিভিন্ন বর্জ্য পদার্থের শ্রেণী অনুযায়ী, যাতে করে লোকেরা নির্দিষ্ট নলে তাদের বাড়ির বর্জ্য পদার্থ ফেলতে পারে। যেমন কাগজ কিংবা বোর্ডের তৈরী বর্জ্যের জন্য নির্দিষ্ট নল, তেমনি প্লাস্টিকের তৈরী বর্জ্যের জন্য আলাদা নল আবার উচ্ছিষ্ট খাবার কিংবা অন্যান্য জৈবিক বর্জ্যের জন্য রয়েছে আলাদা বৈদ্যুতিক নল।

মজার ব্যাপার হল, বর্জ্য পদার্থ ফেলতে গিয়ে এই এলাকাটা নিজেই যেন বর্জ্যে পরিণত না হয় কর্তৃপক্ষ সেদিকে সজাগ। প্রতিটি বর্জ্য তাদের জন্য নির্ধারিত নলে প্রবিষ্ট করানোর সঙ্গে সঙ্গে প্রায় সত্তর কিমি গতিবেগে শুষে নেওয়া হয়। এরপর তাদের গন্তব্য হয় ভিন্ন। যেমন খাদ্যবস্তুর বর্জ্য থেকে উৎপন্ন হয় মিশ্র সার, কাগজ কিংবা বোর্ডের বর্জ্য থেকে হয় নানান জাতের কৃত্রিম কাঠ, আর যেসব বর্জ্য পুড়িয়ে ফেলা হয় তা থেকে তৈরি করা হয় গ্যাস ও বৈদ্যুতিক শক্তি যা পুরো জেলায় জ্বালানি ও বিদ্যুৎ সরবরাহ করে থাকে।

"প্রতিদিন আমরা যা কিছু ফেলে দিই কোনও না কোনওভাবে সেগুলো আবার আমাদের কাছেই ফিরে আসে ভিন্ন রূপে, এমনকি জলও এর ব্যতিক্রম নয়। পয়ঃপ্রণালী থেকে সংগৃহীত বর্জ্য জলকে ব্যবহার করা হচ্ছে সার কারখানায় এবং জৈব গ্যাস উৎপাদনে। আর সেই গ্যাস হচ্ছে নগরীর বাস, ট্যাক্সি আর হাজার হাজার উনুনের জ্বালানি শক্তির উৎস," সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের উত্তরে জানালেন স্থানীয় জেলা পরিষদের জনৈক কর্মকর্তা।

পরিবেশের প্রতি মানুষের সহানুভূতি, সংবেদনশীলতা ও বন্ধুভাবাপন্ন আচরণ ব্যক্তিগত দিক থেকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ অন্যদিকে তেমন আবার দেশের সার্বিক উন্নতি ও সমৃদ্ধির জন্য খুবই উপকারী। দেশের সর্বস্তরের মানুষকে যদি পরিবেশ সচেতন করে তোলা যায় তবে অদূর ভবিষ্যতে প্রাকৃতিক দুর্যোগের মাত্রা অনেকখানি হ্রাস পাবে, বিশ্বের সর্বত্রই।

© UCLES 2011

www.xtrapapers.com

B5 MCQ Comprehension [14]
বোধজ্ঞানের বহুবিকল্প প্রশ্ন

প্রত্যেক প্রশ্নের চারটি করে উত্তর দেওয়া আছে। সঠিক উত্তরের সংখ্যাটি বেছে উত্তরপত্রে লেখ।

26 পরিচ্ছেদ অনুসারে পরিবেশ দূষণরোধ সম্পর্কিত কর্মসূচীর উদ্দেশ্য হচ্ছে

(1) পরিবেশ বিষয়ে জনগণকে সচেতন করে তোলা ও প্রতিবেশীদেরকে সাহায্য করা।
(2) পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় দেশের তরুণ সমাজকে উৎসাহিত করা।
(3) পরিবেশ সম্পর্কে সকলকে সচেতন করা এবং সবার জন্য দূষণমুক্ত পরিবেশ সৃষ্টি করা।
(4) চারপাশের পরিবেশ ও সমাজের সর্বস্তরের জনসাধারণের সঙ্গে বন্ধুসুলভ আচরণ করা।

27 অনুচ্ছেদের বর্ণনা অনুযায়ী কোন তথ্যটি সঠিক?

(1) সুইডেনই পৃথিবীর একমাত্র দেশ যেখানে পুনঃআবর্তনের ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে।
(2) পুনঃআবর্তনের প্রকল্পটি স্টকহোমের শহরতলীর মধ্যস্থলেই।
(3) পুনঃআবর্তন প্রকল্পটি স্টকহোমের এক বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে।
(4) এই পুনঃআবর্তন প্রকল্পটি স্টকহোম শহরের ঠিক কেন্দ্রস্থলেই।

28 এই পুনঃআবর্তন কেন্দ্রে কোন কোন বর্জ্য ফেলার কথা উল্লেখ করা হয়েছে?

(1) একাধারে সব রকমের অবাঞ্ছিত দ্রব্যাদি।
(2) উচ্ছিষ্ট খাবার, কাগজ, বোর্ড ও কাপড়-চোপড়।
(3) জ্বালানি, কাগজ, বোর্ড, প্লাস্টিক, উচ্ছিষ্ট খাবার ও জৈবিক বর্জ্য।
(4) কাগজ, বোর্ড, উচ্ছিষ্ট খাবার, জৈবিক বর্জ্য ও পোড়ানোর মতো জিনিসপত্র।

29 পৌর কর্তৃপক্ষ পুনঃআবর্তন কেন্দ্রটি পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন রাখে

(1) বর্জ্য পদার্থগুলোকে নির্দিষ্ট যানবাহনের মাধ্যমে বিভিন্ন গন্তব্যে পাঠিয়ে।
(2) সব বর্জ্য পদার্থকে যত্নসহকারে এক জায়গায় জড়ো করে।
(3) শোষক নলের মাধ্যমে দ্রুতবেগে সব বর্জ্য শুষে নিয়ে।
(4) এই পুনঃআবর্তন কেন্দ্রটিকে আধুনিক ও আকর্ষণীয় করে।

www.xtrapapers.com

30 প্রবন্ধ অনুযায়ী আমাদের কাছে কোন বর্জ্য কীভাবে আবার ফিরে আসে?

(1) উচ্ছিষ্ট খাবার থেকে তৈরী বৈদ্যুতিক শক্তি হিসেবে।
(2) বিভিন্ন বর্জ্য পুড়িয়ে তৈরী জৈব গ্যাস জ্বালানি হিসেবে।
(3) নর্দমার জল থেকে পুনঃআবর্তিত পানীয় জল হিসেবে।
(4) কাগজ ও বোর্ড থেকে তৈরী প্লাস্টিক হিসেবে।

31 এই প্রবন্ধে কোন বিষয়টির উল্লেখ নেই?

(1) এই পুনঃআবর্তন প্রক্রিয়ার মাধ্যমে যানবাহন উপকৃত হয়।
(2) জনগণের জন্য কর্তৃপক্ষ এগুলোর ব্যবহার সহজ করে দিয়েছেন।
(3) বর্জ্য জিনিসপত্রকে বিভিন্ন ধরণের প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে রূপান্তরিত করা হয়।
(4) হ্যামারবির সবাইকে পুনঃআবর্তনের ব্যাপারে বাধ্য করা হয়।

32 পুনঃআবর্তন প্রক্রিয়ার সুফল বিচারের মাপকাঠি হচ্ছে ______।

(1) সর্বাধুনিক প্রযুক্তিসম্পন্ন পুনঃআবর্তন কেন্দ্রের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
(2) নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম কমে যাওয়া।
(3) প্রাকৃতিক বিপর্যয় উল্লেখযোগ্যভাবে কমে যাওয়া।
(4) পুনঃআবর্তন কেন্দ্র ব্যবহারকারীদের সংখ্যা বেড়ে যাওয়া।

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

TURN OVER FOR SECTION C

© UCLES 2011

www.xtrapapers.com

Section C
বিভাগ গ

নিচে দেওয়া অনুচ্ছেদটি ভালভাবে পড়ে প্রশ্নগুলোর উত্তর যথাসম্ভব নিজের ভাষায় লেখ।

চায়ের দেশ মকাইবাড়ি

বাঙালি জাতির জগৎজোড়া নাম আছে আড্ডার জন্য। পাড়ার রক থেকে শুরু করে অন্দরমহল সর্বত্রই চলে এই আড্ডা। আর এই আড্ডার প্রধান অনুষঙ্গ হিসেবে থাকে চা। এই চা সমাজের সব শ্রেণির মানুষের কাছেই অতি প্রিয় পানীয়। কারও বা দিন শুরু হয় *বেড-টী* দিয়ে, কখনও বা ক্লান্তি দূর করতে, আবার কারও দিনের শেষ হয় রাতের খাবারের পর চা দিয়ে। এছাড়াও চা দিয়ে অতিথি আপ্যায়নের একটা প্রচলিত রীতি তো আছেই। এই চায়ের শুরু চীনদেশে হলেও আমাদের দেশে প্রথম চা খাওয়ার রীতি চালু করে ব্রিটিশরাই। সেই থেকে আজ পর্যন্ত এই চায়ের জনপ্রিয়তা বাড়ছে বৈ কমছে না। তবে চা আজ শুধু আড্ডার সঙ্গী নয় এর অনেক ভেষজ গুণও আবিষ্কার হয়েছে, তাই এটা শরীরের পক্ষে যেমন উপকারী, রূপচর্চারও এক অন্যতম সামগ্রী।

কিন্তু কোথাকার চা সেরা এই নিয়ে প্রায়ই আমরা চায়ের কাপে তুফান তুলি। এই নিয়ে তর্কের কোনও অবকাশ নেই। সেই ব্রিটিশ আমল থেকে আজ অবধি সত্যিকারের চা-রসিকরা খুব অনায়াসে একবাক্যে স্বীকার করবে চা মানেই হল মকাইবাড়ি চা। বিশ্বজোড়া খ্যাতি তার। মকাইবাড়ি চা শুনলেই অনেকে আজও চায়ের কাপে ঠোঁট ঠেকাবার আগে কাপ ঠেকান নাকে, চায়ের পাগল করা সুবাস নিতে। অতুলনীয় স্বাদের কারণে এই চা খুব সহজেই দেশের গণ্ডী পেরিয়ে আমেরিকা ও ইউরোপের খাবার টেবিলে প্রবেশ করেছে।

দার্জিলিঙ পাহাড়ের প্রথম চা বাগান এই মকাইবাড়ি। সমতল শিলিগুড়ি থেকে দার্জিলিঙ যাওয়ার পথে প্রায় তিন চার হাজার ফুট উঁচুতে পুরো পাহাড় জুড়ে রয়েছে চা বাগান আর বড় বড় গাছের জঙ্গল। মূলত খাড়া পাহাড়ের গায়েই ছড়ানো এই টী-এস্টেট। এক ব্রিটিশ সেনা অফিসার ক্যাপ্টেন স্যামলার ১৮৫৭ সালে এই চা বাগিচার পত্তন করেন। পাহাড়ের গায়ে ঢালু জমিতে আপাদমস্তক ঢেকে যাওয়া চায়ের ঝোপগুলোর দিকে তাকালে দৃষ্টি থামে না, যেন দিগন্ত-ছোঁয়া সবুজ-সমুদ্র! আরেকদিকে আকাশের গায়ে পাহাড়ের অপরূপ ভাস্কর্য যা ক্ষণে ক্ষণে রঙ বদলায়, পাহাড় বেয়ে সেই রঙ নেমে আসে সবুজ সমুদ্রে। সেই সবুজ ঢেউয়ে প্রায়ই অগুনতি রঙিন ভেলার মতো ভেসে বেড়ান জমকালো রঙিন পোশাকে সুসজ্জিতা পেছনে টুকরি বাঁধা মহিলারা। দু'টি পাতা আর একটি কুঁড়ি তুলে টুকরিটা কিছুক্ষণের মধ্যেই ভরে ফেলেন। এরপর কচি পাতাগুলোকে শুকিয়ে পাঠানো হয় কারখানায়, সেখান থেকে প্রক্রিয়াজাত হয়ে ঢুকে যায় প্যাকেটে। এরপরে তার গন্তব্য হয় দেশের সর্বত্র আর বিদেশের বাজারে। সেখান থেকে গরম জলে ভিজিয়ে যে আরক তৈরি হয় তা-ই আমাদের প্রিয় পানীয়।

মকাইবাড়ি চা বাগানের বিশেষত্ব এই যে মালিক, শ্রমিক থেকে শুরু করে সকলেই যেন প্রকৃতির কাছে দায়বদ্ধ। তাই এখানকার প্রাকৃতিক পরিবেশটাও খুবই উপভোগ্য। সুন্দর ফুলের বাগানে অসংখ্য প্রজাপতি আর পাখিদেরও মেলা বসে। ভারী সুন্দর দৃশ্য এখানে, প্রকৃতি যেন তার রূপের ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছে এই চা বাগিচায়। এই অপরূপ পরিবেশে এখানে সেখানে ছড়িয়ে আছে সুন্দর সুন্দর কটেজ। কাঠের তৈরী এইসব বাড়িতে সাজানো গোছানো পরিপাটি সংসারে গ্রামীণ সরল আপ্যায়নে নিজেকে নতুন করে খুঁজে পাওয়া যায়। তাই এখানে চা চাষ এবং বিক্রি ছাড়াও সমান তালে চলছে পর্যটন ব্যবসা। ফলে চা-পান ও বেড়ানো - প্রাণ জুড়ানোর দুই উপাদানই পাওয়া যায় এই চায়ের দেশে।

www.xtrapapers.com

C6 OE Comprehension [36]

বোধজ্ঞানের মুক্ত প্রশ্ন

এখন বাংলায় যথাসম্ভব তোমার নিজের ভাষায় নিচের প্রশ্নগুলোর উত্তর দাও।

33 আমদের দৈনন্দিন জীবনে চায়ের ব্যবহার কতখানি? চারটির উল্লেখ কর।

34 মকাইবাড়ির চা কেন শ্রেষ্ঠ চারটি উদাহরণ দিয়ে বোঝাও।

35 মকাইবাড়ির চা বাগানের অবস্থান ও ইতিহাস নিয়ে চারটি তথ্য লেখ।

36 চা গাছের পাতা থেকে পানীয় হয়ে ওঠার চারটি ধাপ বর্ণনা কর।

37 পর্যটকদের জন্য মকাইবাড়ি চা বাগান যে আকর্ষণীয় এই লেখা থেকে তা কীভাবে প্রমাণিত হয়?

38 এই প্রবন্ধে "প্রকৃতি যেন তার রূপের ঝাঁপি উপুড় করে দিয়েছে" বলতে লেখক কী বুঝিয়েছেন? চারটি উদাহরণসহ ব্যাখ্যা কর।

C7 Vocabulary [10]

শব্দার্থ

উপরের অনুচ্ছেদ থেকে নেওয়া নিচের শব্দগুলোর অর্থ লেখ।

39 সর্বত্র

40 অবকাশ

41 আপাদমস্তক

42 অগুনতি

43 অপরূপ

End of Paper

www.xtrapapers.com

BLANK PAGE

Copyright Acknowledgements:

Section C © Arunabha Das; *Sananda* (Bengali version); Ananda Bazar Publishers; 15 August 2006.

Permission to reproduce items where third-party owned material protected by copyright is included has been sought and cleared where possible. Every reasonable effort has been made by the publisher (UCLES) to trace copyright holders, but if any items requiring clearance have unwittingly been included, the publisher will be pleased to make amends at the earliest possible opportunity.

University of Cambridge International Examinations is part of the Cambridge Assessment Group. Cambridge Assessment is the brand name of University of Cambridge Local Examinations Syndicate (UCLES), which is itself a department of the University of Cambridge.

© UCLES 2011